আজকের কাগজ

20 SEP 1991

তারিখ ... SEP 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ২ ...

প্রসঙ্গঃ বিদ্যা, বিদ্যালয়, বিদ্যার্থী

"আজকের কাগজ" ১৮ ভাদ্র ১৩৯৮ বাংলা "বিদ্যা, বিদ্যালয়, বিদ্যার্থী" শিরোনামে সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন লিখিত নিবন্ধটি গুরুত্বসহকারে পড়লাম। নিবন্ধকার বর্তমান আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা অনেকাংশে সত্য। নকল প্রবণতা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এমনভাবে জাগ্রত হয়েছে যে, একজন বিদ্যার্থী নিজেকে একজন আদর্শমান ও প্রকৃত ছাত্র হিসেবে প্রকাশিত না করে সম্পূর্ণ অছাত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অনেক বিরূপ ধারণা ও বাস্তব অবস্থার চিত্র আমাদের সামনে উদঘাটন করেছেন। শহরভিত্তিক বিলাসবহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তসারশূন্যতা আর যথার্থ মননের পরিচায়ক। কিন্তু তার কতিপয় বিষয় সম্পর্কে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভিন্নমত পোষণ করার যতেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করি।

তিনি বলেছেন, "সমাজ থেকে বিদ্যা, বিদ্যার্থী বা বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কেউই বিচ্ছিন্ন নয়।" 'যে সমাজের শিকড় পর্যন্ত পচে গেছে, যার প্রতিটি অঙ্গে বিষাক্ত বিকার তাকে যেমন সংস্কার চিকিৎসার সুস্থ সবল করা যায় না তেমনি তার দেহ নগ্ন বিদ্যা ব্যবস্থার বাহ্য সংস্কারেও কোনো সুফল ফলে না।' আসলে কি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রুগ্ন ও অসুস্থ করে তুলছে? বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে বিদ্যাব্যবস্থাই সমাজের এই অবক্ষিয়ত অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমরা জানি যে, সমাজ ও রাষ্ট্র যেমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত ঠিক তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিদ্যালয়গুলিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আধা সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী খোলসের ছদ্মাবরণে গণতন্ত্রের জয়গান ঘোষণা করছে, পাশাপাশি প্রগতি ও সমাজ পরিবর্তনের তূর্যনাদও ধ্বনিত হচ্ছে বারংবার। এই প্রেক্ষিতে সমাজ অনেক সমস্যার যাঁতাকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। সমাজ কাঠামোর এহেন অবস্থায় তা ক্ষত-বিক্ষত, দূষিত ও পর্যুদস্ত হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা উপরি কাঠামোর শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে ফলে সমাজ কাঠামো নির্ধারণে তার ভূমিকা নগণ্য নয়। শিক্ষা সমাজ কাঠামোর অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি। এজন্য শিক্ষা পদ্ধতি যদি- উন্নত হয়, সেখানে কোনো বৈষম্যের টানাপোড়েন থাকে না তাহলে সমাজে অবস্থানকারী মানুষের আচার আচরণ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি- এককথায় সার্বিক অভিব্যক্তি উন্নততর হবে এটাও স্বাভাবিক।

অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় যে তার অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন ও না-পড়ুয়া ছেলেকে পরীক্ষার হলে নকল করে কোনো মতে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রেষণা জোগাতে। যে বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করে ব্যক্তি শিক্ষিত-সচেতন বলে সমাজে ভূষিত হন, তিনি যদি এমন মানসিকতার পরিচয় দেন তাহলে সমাজের সার্বিক অবস্থা কিভাবে উন্নত হবে? সুশিক্ষা শিক্ষিতজন ও নিবেদিত সমাজ নির্মাতা – এ ত্রয়ী উপকরণের সমন্বয়ে এবং তার সদিচ্ছার ওপর ভিত্তি করে সুস্থ ও মানসম্পন্ন সমাজের রূপরেখা জন সমক্ষে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদ্যানিকেতন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি কলুষিত মানসিকতার পরিচয় দেন তাহলে উত্তম সমাজ কিভাবে নির্মিত হবে? তাই শুধু অবক্ষয়িত ও কলুষিত সমাজ নয় বরং অনুন্নত ও বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রাপ ব্যক্তিরাও সমাজকে দূষিত করে।

বিদ্যার দু'টি দিকের মধ্যে আদর্শগত দিকই যদিও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কিন্তু বাস্তবতা খুবই কঠিন যে তা না মেনে উপায় নেই। নিবন্ধকার শিক্ষার এই দু'দিকের মধ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে আদর্শের দিকই উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। অথচ আজকের যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতার ও বাস্তববাদিতার। তাই প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ যন্ত্রে নিয়োগ নীতিতে শিক্ষার অর্থনৈতিক বিনিয়োগের দিকই বেশি গুরুত্ব পাবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই বলে আদর্শকে একেবারে বর্জনেরও কথা বলছি না। দরিদ্র ও অভুক্ত ব্যক্তির কাছে শিক্ষার আদর্শিক মর্মবাণী সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি, কষ্টকর তা বাস্তবায়নেরও। এজন্য অবহেলিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষ শিক্ষার বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক অবস্থাকে তার শ্রেণী অবস্থানের ভিত্তিতে বাস্তবানুগ বলে গ্রহণ করে।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাকে যতটুকু তা নীতি নৈতিকতা ও আইডিওলজিক্যাল মানদন্ডে যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা হয় তার চাইতে অধিকভাবে বিচার করা হয় মানুষের বৈষয়িক-লাভালাভের দিকটিকে যা সমাজ-রাষ্ট্র এমনকি সংস্কৃতিতেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে বিদ্যার এ দু'টি উদ্দেশ্যের পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে সমাজ রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা সঠিক কল্যাণ ও সুখ লাভ করতে পারি।

মোহাম্মদ শামসউদ্দিন
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ (শেষ পর্ব)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

46

৭